# শামুক আর গোলাপ

অনুবাদ  মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



মস্ত এক সুন্দর বাগান। কত - যে ফুল তার যেন কোনো সীমাসংখ্যাই নেই কোথাও ফুটেছে ঝাঁকে ঝাঁকে রজনীগন্ধা, কোথাও - বা চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ, কোনোখানে আবার ফুটেছে একঝাঁক হাসনুহানা। আরো যে কত রঙবেরঙের ফুল ফোটে সেই বাগানে, তার কোন লেখাজোখা নেই। বাগানের এত ফুলের বাহারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরদেখাচ্ছিলো সেই গোলাপগাছটিকে, যাতে ফোটে টুকটুকে লাল রঙের সব গোলাপ। সারা বছর ধরে তাতে এত সুন্দর গোলাপ ফোটে যে, যে দ্যাখে সে-ই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই গোলাপ গাছটির ঠিক নিচেই মাটিতে একটা গর্তের মধ্যে থাকে মস্ত এক শামুক। শুকনো খটখটে মস্ত তার খোলা, ভর্তি করে রয়েছে তার থলথলে মোটা শরীর।

একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে - তুলতে শামুক ধীরে - সুস্থে তার খোলের ভেতর থেকে শুড়শুড় করে বেরিয়ে এলো। গোলাপ গাছকে ডেকে বললে, 'কী - হে ভাই', করছো কী? কাজকর্ম কিছু নেই বুঝি, তাই অত তাড়াহুড়ো করে শুধু ফুলই ফুটিয়ে যাচ্ছো? ভালো কাজ করতে চাও তো আমার মতো আস্তে - আস্তে কাজ করতে শেখো। আমি পৃথিবীতে যত বড়ো কাজ করে যাবো, তেমন কাজ কি আর তুমি কোনোদিনও করতে পারবে?'

গোলাপ মাথা হেলিয়ে নমস্কার করলে শামুককে। বললে, 'তাতো বটেই, আপনি কত প্রবীন, কত বিজ্ঞ। আপনার কাছ থেকে বড়ো কাজের আশাই তো আমরা করি। কিন্তু ঠিক কবে আপনি সেই বড়ো কাজটি করবেন?'

'কবে হবে, সে-কথা ভাববার দরকার কী? তোমার স্বভাবই ছটফটানি, সেইজন্যেই তুমি কখনো কোনো বড়ো কাজ করতে পারো না।' বলতে - বলতে শামুক তার কালো, ময়লা, শক্ত খোলের ভেতর ঢুকে পড়লো। সারা বছর ধরে কোনো কাজই সে করলো না, কেবল গোলাপ গাছের তলায় সেই একই জায়গায় শুয়ে ঘুমুতে লাগলো।

নতুন বছর এলো। নতুন বছরের ভোরে শামুক হাই তুলতে - তুলতে খোল থেকে বেরিয়ে এসে গোলাগ গাছকে ডেকে বললে, 'কী- হে গোলাপ! বলি, বুড়োহতে চললে যে! সারা বছর ধরে ফুল ফুটিয়ে-ফুটিয়ে নিজের যেটুকু ক্ষমতা ছিলো, সব তো খতম করে দিলে। কিন্তু তাতে লাভটা কী হলো? আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো দিকি,, এই এক বছর ধরে ঘুমিয়ে - ঘুমিয়ে নিজের কত উন্নত করলাম। তোমার মতো তো আমি ক্ষমতার অপব্যহার করে নষ্টকরে ফেলছি না। সব ক্ষমতা নিজের ভেতর জমিয়ে রাখছি।' শামুকের কথা কিন্তু শেষ হয়নি। একটু দম নিয়ে আবার বলতে শু করলে, 'আচ্ছা, এত কালতো ফুল ফোটাচ্ছো। কিন্তু কথাটা কি কোনোদিন তুমি ভেবে দেখেছো, কেন তুমি ফুল ফোটাচ্ছো, কিংবা ফোটানোর মানেটাই বা কী। আর ফুল ফুটলেই বা কী। না ফুটলেই বাকী?

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের ধাক্কায় গোলাপ গাছ রীতিমতো থতমতই খেয়ে গেলো। বললে, 'না তো, এ-সবকথা তো আমি কোনোদিনই ভেবে দেখিনি। ফুটে উঠতে ভালো লেগেছে। না - ফুটে থাকতে পারিনি বলে ফুটে উঠেছি। সূর্য তার আলো ছড়িয়ে আমার শিরায় - শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। দখিনা বাতাসে আমার পাতায় পাতায় ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেয়, ভোরবেলাকার শিশিরে ধুইয়ে দেয় আমার মুখ, আর বর্ষা জল আমাকে দেয় স্নান করিয়ে। আনন্দে আমার পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি কাঁপতে থাকে, আমি কিছুতেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না, নীল আকাশের তলায় সূর্যের আলোয় আমি

পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠি।'

'জীবনটা তোমার খুব মজার দেখছি,' শামুক ফোড়ন কাটলে।

'তা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। তবে আপনার জীবনও তো কম সুন্দর নয়। আপনি পৃথিবীর যত উপকার করবেন, তেমন কি আর আর আমি কোনোদিনই করতে পারবো? ' গোলাপ গাছ সবিনয়ে জানালে।

শামুক নাক সিঁটকোলো। 'আমি পৃথিবীর উপকার করবো? কী যে বোকার মতো কথা বলো, শুনলে হাসি পায়। নিজের উপকার করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কাজ, এইটেই সবসময় মনে রেখো। তোমার মতো ফুল ফুটিয়ে -ফুটিয়ে শুকনো কাঠি হয়ে মরার কি কোনো দাম আছে?' গোলাপ গাছের দিকে কটমট করে তাকাতে - তাকাতে শামুক রেগে গটমট করতে করতে হাঁস ফাঁস করে খোলার ভেতর ঢুকে পড়ে সামনের দরজা এটে দিয়ে ঘুমতে শু করলো।

গোলাপ গাছ নিশ্বাস ফেললে। 'আমি এর কথা কিছুই বুঝতে পারি না। বাববা, কী - রকম গুঁড়িশুড়ি মেরে খোলার ভেতর ঢুকে গেলো, বাইরে ওর আর কোনো চিহ্ও রইলো না। আমি কিন্তু কিছুতেই নিজেকে অমন করে গুটিয়ে ফেলতে পারবো না। ফুল ফুটিয়ে গন্ধছড়িয়ে দিন - দিন আমি রোগা হয়ে যাই সত্যি, কিন্তু ছোটোরা যখন খেলা করতে এসে আমার দিকে তাকিয়ে আহলাদে হাততালি দিয়ে ওঠে, পথিকেরা পথ চলতে - চলতে হঠাৎ থেমে পড়ে অবাক হয়ে আমার দিকে তা কিয়ে থাকে, তখন আমার কী - যে ভালো লাগে! এই ভালো লাগার মানে কি আর শামুক বুঝবে?

শামুক গোলাপ গাছের এ-সব কথা শুনতেই পেলে না, কারণ সে তো তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

এমনি করেই কেটে গেলে অনেক বছর। গোলাপ গাছ অজস্র ফুল ফোটালো, ছড়ালো তার মাতাল - করা সুগন্ধ, আনন্দ জ াগালো সবার বুকে। শেষে একদিন মারা গেলো। যতদিন তারা বেঁচেছিলো--- যখনই শামুকের সঙ্গে তার দেখা হতো, তখনই সে ঝিব্রহ্মাণ্ড, কর্মপদ্ধতি, মহৎকর্ম ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতো এবং তারপর ক্লান্ত হয়ে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিতো খোলের ভেতর। গোলাপ গাছ কোনোদিন স্পষ্ট করে বুঝে যেতে পারেনি কার জীবন বেশি সুন্দর--- তার, ন া শামুকের?

তোমরা বলতে পারো কার?



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com